যখন সমস্ত অন্তর দিয়া আমার খোঁজ করিবে তখন তোমরা আমাকে পাইবে।

কেমন করিয়া খোদাকে জানা যায়

কেমন করিয়া খোদাকে জানা যায়

হযরত ইব্রাহীম তাঁহার আনুগত্য ও বাধ্যতার দ্বারা খোদাতা'লার বন্ধু হইয়াছিলেন। আপনিও খোদাকে, তাঁহার রহমত ও শান্তি জানিতে পারেন এবং তাহার দোয়া পাইতে পারেন। জীবনের সবচেয়ে বড় দরকারী বিষয় হইল খোদাতা'লার উপর ঈমান আনা এবং তাঁহার বাধ্য হওয়া। যারা সমস্ত অন্তর দিয়া খোদার খোঁজ করে তিনি নিজেকে তাহার নিকটে প্রকাশ করেন।

যদি আপনি নিজের পথ হইতে ফিরিয়া উপযুক্ত ভাবে খোদার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করেন তবে তাঁহার পাক-রূহ্ আপনার অন্তরে বাস করিবেন। যদি আপনি তাঁহার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলেন তবে কোন কিছুই খোদার মহব্বত হইতে আপনাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিবে না। তিনি আপনার খোদা হইবেন এবং আপনি তাঁহার নিজের প্রিয় সম্পত্তি হইবেন। তখন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, খোদাতা'লা বহু মূল্য দিয়া আপনাকে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত আপনার সংগে যোগাযোগ-সম্বন্ধ রাখিতে চান।

খোদাতা'লার কালাম হইতে এই বইটিতে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা যখন আপনি পড়িবেন তখন তাহা বুঝিবার জন্য খোদার নিকট মুনাজাত করুন। খোদা নবীদের দ্বারা এই সমস্ত লিখিয়াছেন ও শয়তানের সমস্ত শক্তি নষ্ট করিয়া বংশের পর বংশ ধরিয়া শয়তানের হাত হইতে তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এই ছোট বইটিতে যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও নবীদের সহিফা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৪,৫ আয়াত

বনি-ইস্রায়েলেরা, শুন, আমাদের খোদা খোদাবন্দ্ এক। তোমরা প্রত্যেকে সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, ও সমস্ত শক্তি দিয়া তোমাদের খোদা খোদাবন্দ্কে মহব্বত করিবে।

ইশায়া ৪৫ঃ১৮ আয়াত

খোদাবন্দ্, যিনি আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি খোদা। তিনি দুনিয়াকে আকার দিয়াছেন ও তৈরী করিয়াছেন এবং স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং লোকে যাহাতে সেখানে বাস করিতে পারে সেইজনাই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমিই খোদাবন্দ্, আর কেহ নয়।"

১ রাজাবলি ৮ঃ৬০ আয়াত

যেন দুনিয়ার সমস্ত জাতি জানিতে পারে যে, খোদাবন্দ্ই খোদা আর কেহ নয়।

ইশায়া ৪২ঃ৮ আয়াত

আমি খোদাবন্দ্, ইহাই আমার নাম; আমি নিজের গৌরব অন্যকে কিংবা নিজের প্রশংসা খোদাই করিয়া তৈরী করা প্রতিমাগুলিকে দিব না।

ইশায়া ৪৩ঃ১০,১১ আয়াত

খোদাবন্দ্ বলেন, তোমরাই আমার সাক্ষী ও আমার বাছাই-করা গোলাম। ইহার দ্বারা যেন তোমরা জানিতে ও আমার উপর ঈমান আনিতে পার এবং বুঝিতে পার যে, আমিই তিনি। আমার আগে কোন খোদা তৈরী হয় নাই এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই খোদাবন্দ্; আমি ছাড়া আর কোন উদ্ধারকর্তা নাই।

ইশায়া ৪৫ঃ২২ আয়াত

হে দুনিয়ার শেষ সীমানাগুলি, আমার দিকে চোখ ফিরাইয়া উদ্ধার লাভ কর, কারণ আমিই খোদা, আর কেহ নয়।

জবুর ১০৩:৮,১১ আয়াত

খোদাবন্দ্ স্নেহময় এবং দয়ালু তিনি হঠাৎ রাগিয়া ওঠেন না তাঁহার দয়া প্রচুর। কারণ দুনিয়ার উপরে আসমান যত উঁচু যাহারা তাঁহাকে ভক্তি করে তাহাদের উপরে তাঁহার দয়া তত বেশী।

জবুর ১০৩:১৭,১৮ আয়াত

কিন্তু যাহারা খোদাবন্দ্কে ভক্তি করে তাহাদের উপর তাঁহার দয়া আদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি পুতিদের সংগে থাকিবে তাঁহার বিশ্বস্ততা।

মীখা ৭:১৮ আয়াত

তোমার মত খোদা আর কি আছে, যিনি অন্যায় ক্ষমা করেন এবং নিজের অধিকারের বাকী লোকদের পাপ এড়াইয়া যান। তিনি চিরকাল অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন না, কারণ তিনি দয়া করিতেই ভালবাসেন।

বিলাপ ৩:২২ আয়াত

খোদাবন্দের অনেক দয়ার দরুনই আমরা ধ্বংস হই নাই, কারণ তাঁহার সেই সমস্ত করুনা শেষ হয় নাই।

বিলাপ ৩:৩২ আয়াত

যদিও তিনি মনোদুঃখ দেন তবুও তাঁহার প্রচুর দয়া অনুসারে করুনা করিবেন।

জবুর ১৮:২৫ আয়াত

দয়ালুরা দেখে তোমার দয়া নির্দোষীরা দেখে নির্দোষিতা।

১ বংশাবলি ১৬:৩৪ আয়াত

খোদাবন্দ্কে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি মংগলময়; তাঁহার দয়া চিরকাল স্থায়ী।

আরমিয়া ৩১ঃ৩ আয়াত

খোদাবন্দ্ দূর হইতে আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "আমি চিরকাল ধরিয়া তোমাকে মহব্বত করিয়া আসিয়াছি, এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম।"

মালাখি ১ঃ২ আয়াত

খোদাবন্দ্ বলেন, "ইস কি ইয়াকুবের ভাই নয়? তবুও আমি ইয়াকুবকে মহব্বত করিয়াছি।"

জবুর ১০৩ঃ১৩ আয়াত

সন্তানদের প্রতি পিতার স্নেহ যেমন যাহারা খোদাবন্দ্কে ভক্তি করে তাহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহও তেমনি।

ইশায়া ৩৮ঃ১৭ আয়াত

ইহা নিশ্চিত যে, আমার উপকারের জন্যই আমার এই দুঃখভোগ, আমাকে মহব্বত করিয়াছ বলিয়াই তুমি আমাকে ধ্বংসের গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ; আমার সমস্ত পাপ তুমি তোমার পিছনে রাখিয়াছ।

১ ইউহোন্না ৪ঃ১৬ক,১৯ আয়াত

আমরা জানি, খোদা আমাদের মহব্বত করেন, তিনি আমাদের প্রথমে মহব্বত করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা মহব্বত করি।

সফনিয় ৩ঃ১৭ আয়াত

তোমার খোদা খোদাবন্দ্ তোমার সংগে আছেন, তিনি রক্ষা করিতে শক্তিশালী; তিনি তোমাকে লইয়া খুব খুশী হইবেন, তাঁহার ভালবাসা দিয়া তিনি তোমাকে চুপ করাইয়া দিবেন, তিনি তোমাকে লইয়া আনন্দে গান করিবেন

দানিয়েল ১১ঃ৩২খ আয়াত

যে লোকেরা তাহাদের খোদাকে জানে তাহারা শক্তভাবে তাহাকে বাধা দিবে।

আরমিয়া ৯ঃ২৪ আয়াত

কিন্তু যে লোক গর্ব করে সে এই বিষয় লইয়া গর্ব করুক যে, সে বুঝিতে পারে এবং সে আমার বিষয় এই বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমি খোদাবন্দ্; যিনি দুনিয়াতে দয়া, ন্যায় বিচার ও সততার ব্যবস্থা করেন; কারণ এই সমস্তেই আমি সন্তুষ্ট হই, ইহা খোদাবন্দ্ বলেন।

জবুর ১১৯ঃ২ আয়াত

ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁহার হুকুম মানে আর সমস্ত অন্তর দিয়া তাঁহার খোঁজ করে।

জবুর ৪২ঃ১ আয়াত

হরিণ যেমন পানির স্রোতের জন্য, আশা করিয়া থাকে তেমনি হে খোদা আমার প্রাণ তোমার জন্য আশা করিয়া আছে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩০ঃ১৯ক,২০খ আয়াত

আজ আমি তোমাদের সামনে জীবন কিংবা মৃত্যু এবং দোয়া কিংবা অভিশাপ তুলিয়া ধরিলাম। তোমরা জীবনকে বাঁছিয়া লও, যেন তোমরা ও তোমাদের ছেলে মেয়েরা বাঁচিয়া থাক ও তোমাদের খোদা খোদাবন্দ্কে মহব্বত কর, তাঁহার কথা শুন এবং তাঁহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখ, কারণ ইহার মধ্যেই তোমাদের জীবন।

হোশেয় ৬ঃ৬ আয়াত

আমি দয়া পছন্দ করি পশু-কোরবানী নয়; পোড়ানো কোরবানীর চেয়ে আমি খোদার গ্রহণযোগ্য হইতে পছন্দ করি।

যাত্রা ৩৩ঃ১৪ আয়াত

উত্তরে খোদাবন্দ্ বলিলেন, "আমি নিজেই তোমার সংগে যাইব এবং তোমাকে বিশ্রাম দিব।

২ বংশাবলি ১৫ঃ২খ

তোমরা যতদিন খোদাবন্দের সংগে থাকিবে ততদিন তিনিও তোমাদের সংগে থাকিবেন; আর যদি তোমরা তাঁহার খোঁজ কর তবে তোমরা তাঁহাকে পাইবে; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর তবে তিনি তোমাদের ত্যাগ করিবেন।

আরমিয়া ১৭ঃ৯ আয়াত

অন্তর সবচেয়ে ঠগ, তাহা সুস্থ করা যায় না, কে তাহা বুঝিতে পারে?

হিতোপদেশ ১৬ঃ২৫

একটি পথ আছে, যাহা মানুষের চোখে সোজা কিন্তু তাহার শেষে আছে মৃত্যু।

২ পিতর ২ঃ৪,৯ আয়াত

ফেরেস্তারা যখন পাপ করিয়াছিল তখন খোদা তাহাদের ছাড়িয়া দেন নাই, বরং দোজখের অন্ধকার গর্তে ফেলিয়া দিয়া বিচারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে দেখা যায় যে, যাহারা প্রভুকে ভক্তি করে তাহাদের তিনি পরীক্ষার মধ্য হইতে রক্ষা করিতে জানেন।

১ শমুয়েল ১২ঃ১৫ আয়াত

যদি তোমরা খোদাবন্দের বাধ্য না হও এবং তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে চল তবে তিনি যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপরে হাত তুলিয়াছিলেন তেমনি তোমাদের উপরেও তুলিবেন।

ইউহোন্না ১৫ঃ৬ আয়াত

যদি কেহ আমার মধ্যে না থাকে, তবে কাটা ডালের মতই তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয় আর তাহা শুকাইয়া যায়। তখন সেই ডালগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং সেইগুলি পুড়িয়া যায়।

আরমিয়া ২৯ঃ১৩ আয়াত

তোমরা আমার খোঁজ করিবে, আর যখন সমস্ত অন্তর দিয়া আমার খোঁজ করিবে তখন তোমরা আমাকে পাইবে।

হিতোপদেশ ২ঃ৪খ,৫ আয়াত

গুপ্তধনের মত করিয়া যদি তাহার খোঁজ কর তবে খোদাবন্দের ভয়ের প্রতি শ্রদ্ধার কথা তোমরা বুঝিতে পারিবে এবং খোদা সম্বন্ধে জ্ঞান পাইবে।

মথি ৭ঃ৭ আয়াত

চাও, তোমাদের দেওয়া হইবে; খোঁজ কর, পাইবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খোলা হইবে।

ইব্রাণী ১১ঃ৬ আয়াত

ঈমান আনা ছাড়া খোদাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ খোদার নিকটে যে যায়, তাহাকে ঈমান আনিতে হইবে যে, খোদা আছেন এবং তাঁহাকে যাহারা অন্তর দিয়া খোঁজে, তিনি তাহাদের ফিরাইয়া দেন না।

হিতোপদেশ ৮ঃ১৭ আয়াত

যাহারা আমাকে মহব্বত করে আমিও তাহাদের মহব্বত করি এবং যাহারা আমার খোঁজ করে তাহারা আমাকে পায়।

বিলাপ ৩ঃ২৫ আয়াত

খোদাবন্দ্ তাহাদের মংগল করেন যাহাদের আশা থাকে তাঁহার মধ্যে এবং যাহারা তাঁহার খোঁজ করে।

প্রেরিত্ ১৭ঃ২৬ক,২৭ আয়াত

তিনি একজন মানুষ হইতে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তাহারা সারা দুনিয়াতে বাস করে। খোদা এই কাজ করিয়াছেন, যেন মানুষ হাতড়াইতে হাতড়াইতে তাঁহাকে পাইয়া যাইবার আশায় তাঁহার খোঁজ করে। আসলে, কিন্তু তিনি আমাদের কাহারও নিকট হইতে দূরে নন।

আইয়ুব ৫ঃ৮ আয়াত

কিন্তু আমি ত খোদাবন্দের খোঁজ করিতাম, আমার মুনাজাত খোদার সামনে মেলিয়া ধরিতাম।

২ বংশাবলি ৩০:৯ক আয়াত

কারণ তোমাদের খোদা খোদাবন্দ্ দয়ালু ও স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁহার দিকে ফির তবে তিনি তোমাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইবেন না।

জবুর ৮৬:৫ আয়াত

তুমি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, যাহারা তোমাকে ডাকে তাহাদের প্রতি তুমি দয়ায় ভরপুর।

ইয়াকুব ৪:৮ক আয়াত

খোদার নিকটে আগাইয়া যাও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের নিকটে আগাইয়া আসিবেন।

জবুর ১৪৫:১৮ আয়াত

খোদাবন্দ্ তাহাদেরই নিকটে আসেন যাহারা তাঁহাকে ডাকে যাহারা অন্তর দিয়া তাঁহাকে ডাকে।

ইশায়া ১:১৮ আয়াত

খোদাবন্দ্ বলিতেছেন, আস, আমরা একসংগে বুঝাপড়া করি; তোমাদের সমস্ত পাপ উজ্জ্বল লাল রংয়ের হইলেও তাহা হিমের মত সাদা হইবে; তাহা গাঢ় লাল রংয়ের হইলেও ভেড়ার লোমের মত হইবে।

মথি ১১:২৮,২৯ আয়াত

তোমরা যাহারা ক্লান্ত ও বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছ, তোমরা সকলে আমার নিকটে আস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলিয়া লও এবং আমার নিকট হইতে শিখ, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র।

ইউহোন্না ৬:৩৭খ আয়াত

যে আমার নিকটে আসে, আমি তাহাকে কোনমতেই বাহিরে ফেলিয়া দিব না।

যাত্রা ১৫ঃ১১ক আয়াত

হে খোদাবন্দ্, দেবতাদের মাঝে কে আছে তোমার মত? পবিত্রতায় মহান আর মহিমায় ভয়াল কে আছে তোমার মত? কাহার আছে এমন আশ্চর্য কাজের শক্তি?

১ শমূয়েল ২ঃ২খ আয়াত

খোদাবন্দ্ ছাড়া নির্দোষ আর কেহই নাই, কারণ তুমি ছাড়া আর কেহ নাই; আমাদের খোদা ছাড়া রক্ষক-পাথর আর কেহ নাই।

আইয়ুব ৩৪ঃ১০খ আয়াত

খোদা যে মন্দ কাজ করিবেন, সর্বশক্তিমান যে অন্যায় করিবেন তাহা দূরে থাকুক।

ইশায়া ৬ঃ৩খ আয়াত

সর্বশক্তিমান খোদাবন্দ্ পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র; সারা দুনিয়া তাঁহার মহিমায় পরিপূর্ণ।

ইশায়া ৫৭ঃ১৫ক আয়াত

যিনি মহান এবং উন্নত; যিনি চিরকাল ধরিয়া আছেন, যাঁহার নাম পবিত্র, তিনি বলিতেছেন।

জবুর ১৪৫ঃ১৭ আয়াত

তাঁহার সমস্ত পথেই খোদাবন্দ্ ন্যায়বান তাঁহার সৃষ্ট সকলের প্রতি তিনি দয়ালু।

মার্ক ১০ঃ১৮খ

খোদা ছাড়া আর কেহই ভাল নয়।

প্রকাশিত কালাম ১৫ঃ৪ক আয়াত

প্রভু, কে না তোমাকে ভয় করিবে? কে না তোমার নামের গৌরব করিবে? কেবল তুমিই ত পবিত্র।

ইয়াকুব ২:১৯,২০;১:২২ আয়াত

তুমি এক খোদায় বিশ্বাস কর, তাই না? খুব ভাল! কিন্তু ভূতেরাও ত তাহা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। হায় মূর্খ! কাজ ছাড়া ঈমান যে নিষ্ফল, তাহার প্রমাণ কি তুমি চাও?

কেবল খোদার কালাম শুনিলেই চলিবে না, সেইমত কাজও করিতে হইবে। যদি তোমরা কেবল খোদার কালাম শুন কিন্তু সেইমত কাজ না কর, তবে তোমরা নিজেদের ঠকাইতেছ।

১ ইউহোন্না ২:৪; ৩:১০ আয়াত

যে বলে, "আমি তাঁহাকে জানি," অথচ তাঁহার হুকুম পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী; তাহার মধ্যে সত্য নাই।

যাহারা ন্যায্য কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে না এবং ভাইকে মহব্বত করে না, তাহারা খোদার নয়। ইহাতেই প্রকাশ পায়, কাহারা খোদার সন্তান আর কাহারাই বা শয়তানের সন্তান।

হিতোপদেশ ১৫:৯ আয়াত

খোদাবন্দ্ দুষ্টদের পথ ঘৃণা করেন কিন্তু যাহারা সৎ পথের খোঁজ করে তাহাদের তিনি মহব্বত করেন।

ইব্রাণী ১২:১৪ আয়াত

সকল লোকের সংগে শান্তিতে থাকিতে এবং পবিত্র হইতে আগ্রহী হও। পবিত্র না হইলে কেহ প্রভুকে দেখিতে পাইবে না।

১ পিতর ১:১৫ আয়াত

তাহার চেয়ে বরং যিনি তোমাদের ডাকিয়াছেন তিনি যেমন পবিত্র তোমরাও তোমাদের সমস্ত চালচলনের ঠিক তেমনই পবিত্র হও।

আমোষ ৫:১৪ আয়াত

মন্দের নয়, কিন্তু যাহা ভাল তাহার চেষ্টা কর যাহাতে বাঁচিতে পার; তাহাতে যেমন তোমরা বলিয়া থাক তেমনই সর্বশক্তিমান খোদাবন্দ্ খোদা তোমাদের সংগে থাকিবেন।

মীখা ৬ঃ৮ক আয়াত

ন্যায় কাজ করা, দয়া করিতে এবং নম্রভাবে তোমাদের খোদার সংগে চলাফিরা করা ছাড়া খোদাবন্দ্ তোমার নিকট হইতে আর কি চান?

লেবীয় ১৯ঃ২খ আয়াত

আমি পবিত্র বলিয়া তোমাদেরও পবিত্র হইতে হইবে।

লূক ১০ঃ২৭খ আয়াত

তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত মন দিয়া প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকে মহব্বত করিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করিবে।

মার্ক ১০ঃ১৯ আয়াত

আপনি ত হুকুমগুলি জানেন–
'খুন করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, ঠকাইও না, পিতা-মাতাকে সম্মান করিও।'

রোমীয় ১২ঃ২ক আয়াত

দুনিয়ার চালচলনের মধ্যে নিজেদের ডুবাইয়া দিও না, বরং খোদাকে তোমাদের মন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে দিয়া সম্পূর্ণ নূতন হইয়া উঠ।

ইউসা ১ঃ৮ আয়াত

নিয়ম-কানুনের এই বইয়ের মধ্যে যাহা লেখা আছে তাহা যেন সব সময় তোমার মুখে থাকে। ইহার মধ্যে যাহা লিখা আছে তাহা যাহাতে তুমি পালন করিবার দিকে মন দিতে পার সেইজন্য দিনরাত তাহা লইয়া তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করিবে; তাহাতে তোমার মংগল হইবে এবং সমস্ত কিছুতে তুমি সফল হইবে।

মার্ক ১৯ঃ২২খ

খোদার উপর বিশ্বাস রাখ।

হিতোপদেশ ৬ঃ১৬-১৯ আয়াত

এই ছয়টা জিনিষ খোদাবন্দ্ ঘৃণা করেন। এমন কি সাতটা জিনিষ তাঁহার প্রাণ ঘৃণা করে; তাহা হইল উদ্ধত চাহনি, মিথ্যাবাদী জিভ, নির্দোষের রক্তপাত করা হাত; মন্দ ইচ্ছাভরা অন্তর; অন্যায় কাজ করিতে তাড়াতাড়ি যাওয়া পা; মিথ্যা কথা বলা সাক্ষী ও যে ভাইদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করিতে সাহায্য করে।

ইশায়া ৬১ঃ৮ক আয়াত

আমি, খোদাবন্দ্, ন্যায় ভালবাসি; চুরি ও অন্যায় ঘৃণা করি। আমার বিশ্বস্ততায় আমি তাহাদের (কাজের) পুরস্কার দিব।

প্রকাশিত কালাম ২১ঃ৮ আয়াত

কিন্তু যাহারা ভীতু, যাহারা ঈমান আনে নাই, যাহারা ঘৃণার যোগ্য, খুনী, ব্যভিচারী, যাদুকর, প্রতিমাপূজাকারী, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর জায়গা হইবে জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে। ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।

মালাখি ২ঃ১৫খ, ১৬ক আয়াত

তোমরা নিজের নিজের রূহের বিষয়ে সাবধান হও এবং যৌবনের স্ত্রীর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। ইস্রায়েলের খোদাবন্দ্ খোদা বলেন যে, তিনি স্ত্রী ত্যাগ করা ঘৃণা করেন।

সখরিয় ৮ঃ১৭ আয়াত

তোমরা প্রতিবাসির অনিষ্টের চিন্তা করিও না এবং মিথ্যা কসম খাইতে পছন্দ করিও না, কারণ আমি এই সমস্ত ঘৃণা করি। খোদাবন্দ্ ইহা ঘোষণা করিতেছেন।

ইউহোন্না ৫ঃ৪২ আয়াত

কিন্তু আমি আপনাদের জানি। আমি জানি, আপনাদের অন্তরে খোদার প্রতি মহব্বত নাই।

ইয়াকুব ২ঃ১০ আয়াত

যে লোক গোটা শরীয়ত পালন করিয়াও মাত্র একটা বিষয়ে পাপ করে, সে গোটা শরীয়ত অমান্য করিয়াছে বলিতে হইবে।

ইয়াকুব ৪ঃ১৭ আয়াত

তাহা হইলে দেখা যায়, ভাল কাজ করিতে জানিয়াও যে তাহা না করে, সে পাপ করে।

রোমীয় ৩ঃ১০ আয়াত

ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলে পাপের অধীন। পাক-কিতাবে লেখা আছে – "নির্দোষ কেহ নাই, একজনও নাই।"

রোমীয় ৩ঃ২৩ আয়াত

ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলে সমান, কারণ সকলে পাপ করিয়াছে এবং খোদার প্রশংসা পাইবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

১ ইউহোন্না ৩ঃ১০ আয়াত

যাহারা ন্যায্য কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে না এবং ভাইকে মহব্বত করে না, তাহারা খোদার নয়। ইহাতেই প্রকাশ পায়, কাহারা খোদার সন্তান আর কাহারাই বা শয়তানের সন্তান।

ইশায়া ৫৩ঃ৬ক আয়াত

আমরা সকলে ভেড়ার মতই বিপথে গিয়াছি, প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরিয়াছি।

১ শমূয়েল ৬ঃ২০খ আয়াত

এই যে কঠোর পবিত্র খোদা খোদাবন্দ্ তাঁহার সামনে কে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? এই জায়গা হইতে সিন্দুকটিকে এখন কোথায় পাঠানো যায়?

রোমীয় ১০ঃ২,৩ আয়াত

তাহাদের সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, খোদার প্রতি তাহাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু কেমন করিয়া খোদাকে সন্তুষ্ট করা যায় তাহা তাহারা জানে না। খোদা মানুষকে কেমন করিয়া নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন সে কথায় মনোযোগ না দিয়া নিজেদের চেষ্টায় তাহারা তাঁহার গ্রহণযোগ্য হইতে চাহিতেছিল। সেইজন্যই, খোদা যে উপায়ে মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন তাহা তাহারা মানিয়া লয় নাই।

ইশায়া ৬৪ঃ৬ক আয়াত

আমরা তো সকলে নাপাক লোকের মত হইয়াছি।

যিহিষ্কেল ৩৩ঃ১৩ আয়াত

যদি আমি কোন সৎ লোককে বলি সে নিশ্চয়ই বাঁচিবে, আর সে নিজের সততার উপর নির্ভর করিয়া যদি অন্যায় করে তবে তাহার সমস্ত সৎকাজ আর স্মরণ করা হইবে না; সে যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতেই সে মরিবে।

রোমীয় ৮ঃ৮ আয়াত

খোদার শরীয়ত মানিতে চায় না, মানিতে পারেও না। কাজেই যাহারা পাপ-স্বভাবের অধীন, তাহারা খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

রোমীয় ৩ঃ২০ক আয়াত

শরীয়ত পালন করিলেই যে খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়া মানুষ পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।

২ করিন্থীয় ৩ঃ৫ আয়াত

কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, আমাদের নিজেদের কোন কিছু করিবার শক্তি আছে বলিয়া আমরা দাবী করিতে পারি, বরং আমাদের সেই যোগ্যতা খোদার নিকট হইতেই আসে।

রোমীয় ৫ঃ১২ আয়াত

একটি মানুষের মধ্য দিয়া পাপ দুনিয়াতে আসিয়াছিল ও সেই পাপের মধ্য দিয়া মৃত্যুও আসিয়াছিল। সমস্ত মানুষ পাপ করিয়াছে বলিয়া এইভাবে সকলের নিকটেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে।

ইয়াকুব ১ঃ১৫ আয়াত

তারপর কামনা পরিপূর্ণ হইলে পর পাপের জন্ম হয়, আর পাপ পরিপূর্ণ হইলে পর মৃত্যুর জন্ম হয়।

যিহিষ্কেল ১৮ঃ২০ক আয়াত

যে পাপ করে কেবল সে-ই মরিবে; পুত্র পিতার এবং পিতা পুত্রের দোষের ভাগী হইবে না।

ইশায়া ৫৯ঃ২ আয়াত

তোমাদের অন্যায়ই খোদার নিকট হইতে তোমাদের আলাদা করিয়া দিয়াছে, তোমাদের পাপ তোমাদের নিকট হইতে তাঁহার মুখকে আড়াল করিয়াছে, সেই জন্য তিনি শুনেন না

হিতোপদেশ ১১ঃ১৯ আয়াত

যে সত্যই সৎ সে জীবন লাভ করে কিন্তু যে দুষ্টতার পিছনে যায় সে নিজের মৃত্যু ঘটায়।

২ বংশাবলি ২৪ঃ২০খ আয়াত

খোদা বলিতেছেন যে, কেন তোমরা খোদাবন্দের হুকুম অমান্য করিতেছ? ইহাতে তোমরা সফল হইবে না। তোমরা খোদাবন্দকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া তিনিও তোমাদের ত্যাগ করিয়াছেন।

১ শমূয়েল ১৫ঃ২৩ক আয়াত

যাদুবিদ্যা অভ্যাস করা যেমন পাপ তেমনি পাপ বিদ্রোহ করা, আর প্রতিমা পূজা করা যেমন মন্দ তেমনি মন্দ অবাধ্যতা।

জবুর ৭ঃ১১ আয়াত

খোদা ন্যায় বিচারক, অন্যায়ের প্রতি তাঁহার ক্রোধ প্রতিদিনই প্রকাশ পায়।

নহূম ১ঃ৩ক আয়াত

খোদাবন্দ্ সহজে অসন্তুষ্ট হন না এবং তিনি মহা শক্তিশালী; তিনি দোষীকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন।

কলসীয় ৩ঃ৬ আয়াত

যাহারা খোদার অবাধ্য তাহাদের উপর এই সমস্ত কারণেই খোদার গজব নামিয়া আসিতেছে।

রোমীয় ১ঃ১৮ আয়াত

মানুষ খোদার সত্যকে অন্যায় দিয়া চাপিয়া রাখে, আর তাই তাঁহার প্রতি ভক্তির অভাব ও সমস্ত অন্যায় কাজের জন্য বেহেস্ত হইতে মানুষের উপর খোদার গজব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রোমীয় ১ঃ২৯-৩২ আয়াত

সমস্ত রকম অন্যায়, খারাপী, লোভ, নীচতা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা ও অন্যের ক্ষতি করিবার ইচ্ছায় তাহারা পরিপূর্ণ। তাহারা অন্যজনের বিষয় লইয়া আলোচনা করে, অন্যজনের নিন্দা করে এবং খোদাকে ঘৃণা করে। তাহারা বদমেজাজী, অহংকারী ও গর্বিত। অন্যায় কাজ করিবার জন্য তাহারা নূতন নূতন উপায় বাহির করে। তাহারা পিতা-মাতার অবাধ্য, ভাল-মন্দের জ্ঞান তাহাদের নাই, আর তাহারা অবিশ্বস্ত। পরিবারের প্রতি তাহাদের মহব্বত নাই এবং তাহাদের অন্তরে রহম নাই। খোদার এই বিচারের কথা তাহারা জানে যে, এইরকম কাজ যাহারা করে তাহারা মৃত্যুর শাস্তির উপযুক্ত। এই কথা জানিয়াও তাহারা যে কেবল এই সমস্ত কাজ করিতে থাকে তাহা নয়, কিন্তু আর যাহারা তাহা করে তাহাদের সায়ও দেয়।

ইব্রাণী ৯ঃ২৭খ আয়াত

খোদা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরিবে এবং তাহার পরে তাহার বিচার হইবে।

প্রকাশিত কালাম ২০ঃ১২,১৫ আয়াত

তারপর আমি দেখিলাম, ছোট-বড় সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার পরে কতগুলি বই খোলা হইল। তাহার পরে আর একখানা বই খোলা হইল। উহা ছিল জীবন বই। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই বইগুলিতে যেমন লেখা হইয়াছিল সেই অনুসারেই তাহাদের বিচার হইল। যে সমস্ত মৃত লোক সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র সেইগুলি তুলিয়া দিল। ইহা ছাড়া, মৃত্যু ও মৃতদের রূহের স্থানের মধ্যে যে সমস্ত মৃত লোক ছিল, মৃত্যু ও মৃতদের রূহের স্থান তাহাদেরও ফিরাইয়া দিল। প্রত্যেককে তাহার কাজ অনুসারে বিচার করা হইল। পরে মৃত্যু ও মৃতদের রূহের স্থানকে আগুনের হ্রদে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই আগুনের হ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু। যাহাদের নাম সেই জীবন-বইয়ে পাওয়া গেল না, তাহাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

ইব্রাণী ১০ঃ৩১ আয়াত

জীবন্ত খোদা হাতে পড়া কি ভয়ংকর ব্যাপার!

মথি ১২ঃ৩৬ আয়াত

আমি আপনাদের বলিতেছি, লোকে যে সমস্ত বাজে কথা বলে, বিচারের দিনে তাহার প্রতেকটি কথার হিসাব তাহাদের দিতে হইবে।

উপদেশক ১২ঃ১৪ আয়াত

খোদা ভাল মন্দ সমস্ত কাজের এবং সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের বিচার করিবেন।

মথি ১৩ঃ৪৯,৫০ আয়াত

যুগের শেষ সময়ে এইরকমই হইবে। ফেরেস্তারা আসিয়া নির্দোষ লোকদের মধ্য হইতে দুষ্টদের আলাদা করিবেন এবং জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাহাদের ফেলিয়া দিবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করিবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষিতে থাকিবে।

হিতোপদেশ ১৫ঃ৩ আয়াত

খোদাবন্দের চোখ সমস্ত জায়গাতেই আছে তাহা ভাল মন্দ সকলের উপরেই নজর রাখে।

জবুর ১৩৯ঃ১-৪ আয়াত

হে খোদাবন্দ্ তুমি আমাকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছ আর আমাকে জানিয়াছ। কখন আমি বসি আর কখনই বা উঠি তাহাও তুমি জান; তুমি দূরে থাকিয়াও আমার চিন্তার বিষয় বুঝিতে পার। তুমি আমার চলিবার পথ ও আমার শুইবার জায়গার খোঁজ লইয়া দেখিয়াছ, তুমি ত আমার সমস্ত পথের কথা ভাল করিয়াই জান। হে খোদাবন্দ্ জিভ দিয়া কোন কথা আমি বলিবার আগেই তুমি তাহার সমস্তই জান।

১ শমূয়েল ১৬ঃ৭খ আয়াত

মানুষের দেখা আর আমার দেখা এক নয়। মানুষ দেখে বাহিরের চেহারা আর আমি দেখি অন্তর।

জবুর ৯৪ঃ৯ আয়াত

যিনি কান দিয়াছেন তিনি কি শুনিবেন না? যিনি চোখ গড়িয়াছেন তিনি কি দেখিবেন না?

আরমিয়া ১৬ঃ১৭ আয়াত

আমার চোখ তাহাদের সমস্ত পথেই আছে। তাহারা আমার নিকট হইতে লুকানো নয় এবং তাহাদের পাপও আমার চোখের আড়ালে নয়।

ইব্রাণী ৪ঃ১৩ আয়াত

সৃষ্টির কিছুই খোদার নিকট লুকান নাই। যাঁহার নিকট আমাদের হিসাব দিতে হইবে তাঁহার চোখের সামনে সমস্ত কিছুই খোলা এবং প্রকাশিত।

যিহিষ্কেল ১৮ঃ২৩ আয়াত

খোদাবন্দ্ বলেন, দুষ্টদের মৃত্যুতে কি আমি খুশী হই? বরং তাহারা যখন কুপথ হইতে ফিরে তখন আমি কি খুশী হই না?

লূক ১৩ঃ৩ আয়াত

আমি আপনাদের বলিতেছি, তাহা নয়, তবে পাপ হইতে মন না ফিরাইলে আপনারাও সকলে বিনষ্ট হইবেন।

হিতোপদেশ ২৮ঃ১৩ আয়াত

যে নিজের পাপ ঢাকে সে সফল হইবে না, কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে সে দয়া পাইবে।

যোয়েল ২ঃ১২,১৩ক আয়াত

খোদাবন্দ্ বলেন, এখনও তোমরা, রোজা করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, শোক প্রকাশ করিতে করিতে তোমাদের সমস্ত অন্তরের সংগে আমার কাছে ফিরিয়া আস। তোমাদের কাপড় নয় কিন্তু তোমাদের অন্তর ছিঁড় এবং তোমাদের খোদা খোদাবন্দের নিকটে ফিরিয়া আস।"

হোশেয় ১৪ঃ২খ আয়াত

তাঁহাকে বল, "তুমি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর এবং দয়া করিয়া আমাদের গ্রহণ কর।

আইয়ুব ৩৩ঃ২৭,২৮ আয়াত

সে মানুষের নিকটে গিয়া বলে, আমি পাপ করিয়াছি এবং যাহা ঠিক তাহার উল্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার পাওনা আমি পাই নাই। গর্তে যাইবার হাত হইতে তিনি আমার প্রাণকে উদ্ধার করিয়াছেন, আলো দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব।

ইশায়া ৫৫ঃ৬,৭ আয়াত

খোদাবন্দের খোঁজ কর যখন তাঁহাকে পাওয়া যায়; তাঁহাকে ডাক যখন তিনি নিকটে থাকেন। দুষ্টেরা তাঁহাদের কুপথ এবং খারাপ লোকেরা তাহাদের কুচিন্তা ত্যাগ করুক। সে খোদাবন্দের দিকে ফিরুক তাহাতে তিনি তাহাকে দয়া করিবেন; সে আমাদের খোদার দিকে ফিরুক, তিনি বিনামূল্যেই ক্ষমা করিবেন।

জবুর ৩৪ঃ১৮ আয়াত

খোদাবন্দ্ মন মরাদের নিকটে থাকেন যাহারা দুঃখে ভাংগিয়া পড়িয়াছে খোদাবন্দ্ তাহাদের নিকটে থাকেন যাহাদের অন্তর-আত্মা চুরমার হইয়াছে তিনি তাহাদের উদ্ধার করেন।

আরমিয়া ৩৬ঃ৩খ আয়াত

তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের কুপথ হইতে ফিরিবে; তাহাতে আমি তাহাদের দুষ্টতা ও পাপ ক্ষমা করিব।

জবুর ৩২ঃ৫ আয়াত

তখন আমার পাপ আমি তোমার নিকটে স্বীকার করিলাম আমার অন্যায় আমি ঢাকিয়া রাখিলাম না। আমি বলিলাম, "খোদাবন্দের নিকটে আমি আমার অন্যায় স্বীকার করিব, আর তুমি আমার পাপের দোষ ক্ষমা করিয়া দিলে।"

১ ইউহোন্না ১ঃ৯ আয়াত

যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি তখনই আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং সমস্ত অন্যায় হইতে আমাদের পাক-পবিত্র করেন, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য এবং কখনো অন্যায় করেন না।

প্রেরিত্ ৩ঃ১৯ক আয়াত

এইজন্য, আপনারা পাপ হইতে মন ফিরাইয়া খোদার দিকে ফিরুন, যেন আপনাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।

(১৪ পাতার সংগে তুলনা করুণ)

লেবীয় ১ঃ৪; ১৭ঃ১১ আয়াত

পোড়ানো কোরবানীর জন্য আনা সেই ষাড়টির মাথার উপর সে তাহার হাত রাখিবে; আর উহা তাহার জায়গায় তাহার পাপ ঢাকিবার জন্য গ্রহণ করা হইবে। সেই জন্যই, তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তাহা দিয়া বেদীর উপর তোমাদের পাপ ঢাকা দিবার ব্যবস্থা দিয়াছি।

ইব্রাণী ৯ঃ২২আয়াত

মূসার শরীয়ত যাতে প্রায় প্রত্যেক জিনিষই রক্ত দ্বারা পাক-পবিত্র করা হয়, এবং রক্তপাত না হইলে পাপের ক্ষমা হয় না।

যাত্রা ১২ঃ৫ক,১৩ক আয়াত

সেই বাচ্চাটি হইবে ছাগল বা ভেড়ার পাল হইতে বাছিয়া-নেওয়া একটি এক বৎসরের পুরুষ বাচ্চা-ভেড়া। তাহার শরীরে যেন কোথাও খুঁত না থাকে।

কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকিবে উহাই হইবে তোমাদের নিশানা। আর আমি সেই রক্ত দেখিয়া তোমাদের বাদ দিয়া আগাইয়া যাইব।

সৃষ্টি ২২ঃ৮ক,১৩ আয়াত

ইব্রাহীম বলিলেন, বাবা, পোড়ানো কোরবানীর জন্য খোদা নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যোগাইয়া দিবেন।

ইব্রাহীম তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে একটি ভেড়া রহিয়াছে, আর তাহার শিং ঝোপে আটকাইয়া আছে। তখন ছেলের বদলে সেই ভেড়াটিকেই ইব্রাহীম পোড়ানো-কোরবানী দিলেন।

ইউহোন্না ১ঃ২৯ আয়াত

পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁহার নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, খোদার মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।"

ইশায়া ৫৩ঃ৬খ,৭ আয়াত

খোদাবন্দ্ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁহার উপর রাখিয়াছেন। তিনি অত্যাচারিত হইলেন এবং দুঃখভোগ করিলেন তবু মুখ খুলিলেন না; জবেহ্ করিবার জন্য যেমন ভেড়া নেওয়া হয়, যাহারা লোম কাটে তাহাদের সামনে ভেড়ী যেমন চুপ করিয়া থাকে তেমনই তিনি মুখ খুলিলেন না।

ইব্রাণী ৯ঃ১২,২৪ক আয়াত

ছাগল ও বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়া মসীহ্ সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকেন নাই। তিনি নিজের রক্তের মধ্য দিয়া একবারই সেখানে ঢুকিয়াছেন এবং চিরকালের জন্য পাপ হইতে মুক্তির উপায় করিয়াছেন।

ঠিক সেইভাবে অনেক লোকের পাপের বোঝা বহন করিবার জন্য মসীহ্কেও একবারই কোরবানী দেওয়া হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয় বার আসিবেন।

১ পিতর ১ঃ১৮ক, ১৯ আয়াত

তোমরা জান, জীবন-পথে চলিবার জন্য তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে পাওয়া বাজে আদর্শ হইতে সোনা বা রূপার মত ক্ষয়-হইয়া-যাওয়া কোন জিনিষ দিয়া তোমাদের মুক্ত করা হয় নাই; তোমাদের মুক্ত করা হইয়াছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শিশু ঈসা মসীহের অমূল্য রক্ত দিয়া।

ইব্রাণী ৯ঃ১৪ আয়াত

কিন্তু যিনি অনন্ত পাক-রূহের মধ্য দিয়া খোদার নিকট নিজেকে নিখুঁত কোরবানী হিসাবে দান করিলেন, সেই ঈসার রক্ত আমাদের বিবেককে নিষ্ফল কাজ-কর্ম হইতে আরও কত না বেশী করিয়া পাক-পবিত্র করিবে, যাহাতে আমরা জীবন্ত খোদার সেবা করিতে পারি।

রোমীয় ৩ঃ২৪,২৫ক আয়াত

কিন্তু মসীহ্‌ ঈসা মানুষকে পাপের হাত হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়াই রহমতের দান হিসাবে বিশ্বাসীদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। খোদা ঈসা মসীহ্‌কে পাঠাইয়াছিলেন, যেন তিনি তাঁহার রক্ত দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু দ্বারা, পাপের দরুন মানুষের উপর খোদার যে দাবী-দাওয়া ছিল তাহা পূরণ করেন।

রোমীয় ৫ঃ৮,৯ আয়াত

কিন্তু খোদা যে আমাদের মহব্বত করেন তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা পাপী থাকিতেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন।

তাহা হইলে মসীহের রক্ত দ্বারা যখন আমাদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন আমরা মসীহের মধ্য দিয়াই খোদার গজব হইতে নিশ্চয়ই রেহাই পাইব।

গালাতীয় ২ঃ১৬ক আয়াত

কিন্তু তবুও আমরা এই কথা জানি যে, মূসার শরীয়ত পালন করিবার জন্য খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন না বরং ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনিবার জন্যই তাহা করেন।

ইফিষীয় ২ঃ৮,৯ আয়াত

খোদার রহমতে ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ। ইহা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নাই, তাহা খোদারই দান। ইহা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নাই, যেন কেহ গর্ব করিতে না পারে।

প্রেরিত্‌ ১০ঃ৪৩ আয়াত

সমস্ত নবীই তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাঁহার উপর যাহারা ঈমান আনে, তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার মধ্য দিয়া পাপের ক্ষমা পায়।

প্রেরিত্‌ ৪ঃ১২ আয়াত

পাপ হইতে উদ্ধার আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর কোন নাম নাই, যে নামে আমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।

লূক ১ঃ২৬-৩৮ আয়াত

এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন খোদা গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের নিকটে জিব্‌রাইল ফেরেস্তাকে পাঠাইলেন। রাজা দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়াছিল। ফেরেস্তা মরিয়মের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইয়া বলিলেন, "প্রভু তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া মরিয়মের মন খুব অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এইরকম সালামের অর্থ কি। ফেরেস্তা তাঁহাকে বলিলেন, "মরিয়ম, ভয় করিও না, কারণ খোদা তোমাকে খুব রহমত করিয়াছেন। শুন, তুমি গর্ভবতী হইবে আর তোমার একটি ছেলে হইবে, তুমি তাঁহার নাম ঈসা রাখিবে তিনি মহান হইবেন, তাঁহাকে খোদাতা'লার পুত্র বলা হইবে।

প্রভু-খোদা তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন। তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল রাজত্ব করিবেন। তাঁহার রাজত্ব করা কখনো শেষ হইবে না।"

তখন মরিয়ম ফেরেস্তাকে বলিলেন, ইহা কেমন করিয়া হইবে?

"আমার ত বিবাহ হয় নাই," ফেরেস্তা-বলিলেন, "পাক রূহ্ তোমার উপর আসিবেন এবং খোদাতা'লার শক্তি ছায়া তোমার উপর পড়িবে। এই জন্য, যে পবিত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে খোদার পুত্র বলা হইবে।

দেখ, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার আত্মীয়া এলিজাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হইয়াছে। লোকে বলিত, তাহার ছেলেমেয়ে হইবে না, কিন্তু এখন তাহার ছয় মাস চলিতেছে। খোদার নিকট অসম্ভব বলিয়া কোন কিছুই নাই।"

ফিলিপীয় ২:৬,৮ আয়াত

স্বভাবে তিনি খোদা-ই রহিলেন, কিন্তু বাহিরে খোদার সমান থাকা তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার মত এমন কিছু মনে করেন নাই।

ইহা ছাড়া, চেহারায় মানুষ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থাকিয়া তিনি নিজেকে আরও নীচু করিলেন।

ইউহোন্না ১০:৩০,৩৬ আয়াত

আমি আর পিতা এক। তাহা হইলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁহাকে আলাদা করিলেন এবং দুনিয়াতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই আমি যখন বলিলাম, 'আমি খোদার পুত্র,' তখন আপনারা কেমন করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি কুফরী করিতেছ'?

(ঈসা মসীহ্ যিনি জীবন্ত কালাম তিনি সব সময়ই জীবিত আছেন। এক অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়া খোদাতা'লা তাঁহাকে হযরত মরিয়মের গর্ভে পাঠাইলেন। জাগতিক ভাবে তিনি মানুষের সন্তান হিসাবে পরিচিত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি খোদার পুত্র হিসাবে পরিচিত। পাক-কিতাবে 'পুত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে খোদার সংগে ও তাঁহার কালামের সংগে ঈসা মসীহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য)

ইব্রাণী ১০:৫ আয়াত

সেইজন্য, মসীহ্ এই দুনিয়াতে আসিবার সময়ে খোদাকে বলিয়াছিলেন – পশু কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানীগুলি তুমি চাও নাই, কিন্তু আমার জন্য একটা দেহ তুমি তৈরী করিয়াছ।

রোমীয় ১:৪ আয়াত

আর তাঁহার নিষ্পাপ রূহের দিক হইতে তিনি মহাশক্তিতে মৃত্যু হইতে জীবিত হইয়া খোদার পুত্র হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

ইউহোন্না ২০:২৮ আয়াত

তখন থোমা বলিলেন, "প্রভু আমার, খোদা আমার!"

১ তীমথিয় ৩ঃ১৬ক আয়াত

মসীহী ঈমানের গোপন সত্য যে মহান তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই সত্য এই তিনি মানুষ হিসাবে প্রকাশিত হইলেন; তিনি যে নির্দোষ পাক-রূহ্ তাহা প্রমাণ করিলেন; ফেরেস্তারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; সমস্ত জাতির নিকট তাঁহার বিষয়ে প্রচার করা হইয়াছিল; দুনিয়াতে তাঁহার উপর লোকে ঈমান আনিয়াছিল, বেহেস্তে তাঁহাকে মহিমার সহিত তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কলসীয় ২ঃ৯ আয়াত

খোদার সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে দেহ লইয়া বাস করিতেছে।

ইশায়া ৯ঃ৬ আয়াত

কারণ একটি সন্তান আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন একটি ছেলে আমাদের দেওয়া হইয়াছে, আর তাঁহার কাঁধের উপরে থাকিবে শাসনভার এবং তাঁহার নাম হইবে – আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী খোদা, চিরকালস্থায়ী পিতা ও শান্তির রাজা।

ইউহোন্না ১ঃ৪,৯-১০ আয়াত

তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর।

সেই আসল নূর, যিনি প্রত্যেক মানুষকে নূর দান করেন, তিনি দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন। তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল, তবু দুনিয়া তাঁহাকে চিনিল না।

১ তীমথিয় ২ঃ৫,৬ক আয়াত

খোদা মাত্র একজনই আছেন এবং খোদা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ, মানুষ মসীহ্ ঈসা। তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়াছিলেন।

কলসীয় ১ঃ১৪,১৫ক আয়াত

এই পুত্রের সংগে যুক্ত হইয়া আমরা মুক্ত হইয়াছি, অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা পাইয়াছি।

এই পুত্রই অদৃশ্য খোদার হুবহু প্রকাশ।

২ পিতর ১:২১ আয়াত

কারণ নবীদের কথা মনগড়া নয়; পাক-রূহের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহারা খোদার দেওয়া কথা বলিয়াছেন।

লূক ১:৭০,৭৭ আয়াত

এই কথা তাঁহার পবিত্র নবীদের মুখ দিয়া তিনি অনেক দিন আগেই বলিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার লোকদের জানাইবে, কিভাবে আমাদের খোদার রহমের দরুন পাপের ক্ষমা পাইয়া পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়

২ শমূয়েল ২৩:২ আয়াত

খোদাবন্দের রূহ্ আমার মধ্য দিয়া কথা বলিয়াছেন, তাঁহার কথা আমার জিভের উপর রহিয়াছে।

২য় বিবরণ ৬:৬ আয়াত

এইসব আদেশ যাহা আজ আমি তোমাদের দিতেছি তাহা যেন তোমাদের অন্তরে থাকে।

২ তীমথিয় ৩:১৬ আয়াত

পাক-কিতাবগুলির প্রত্যেকটি কথা খোদার নিকট হইতে আসিয়াছে এবং তাহা শিক্ষা, চেতনাদান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়িয়া উঠিবার জন্য দরকারী, যাহাতে খোদার লোক উপযুক্ত হইয়া সৎ কাজ করিবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে।

রোমীয় ১৫:৪ আয়াত

পাক-কিতাবগুলিতে যাহা কিছু আগে লেখা হইয়াছিল তাহা আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হইয়াছিল, যাহাতে সেই কিতাব হইতে আমরা ধৈর্য ও উৎসাহ লাভ করি এবং তাহার ফলে আশ্বাস পাই।

মথি ২২:২৯খ আয়াত

ঈসা তাঁহাদের বলিলেন, আপনারা ভুল করিতেছেন, কারণ আপনারা কিতাবও জানেন না, খোদার শক্তির বিষয়েও জানেন না।

জবুর ১৩৮:২খ আয়াত

কারণ তুমি সমস্ত কিছুর উপর রাখিয়াছ তোমার নাম ও তোমার কালাম।

প্রকাশিত কালাম ১৯ঃ১৩ আয়াত

তাঁহার পরনে ছিল রক্তে-ডুবান কাপড় আর তাঁহার নাম, "খোদার কালাম।"

ইউহোন্না ১ঃ১,১৪ক আয়াত

প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম খোদার সংগে ছিলেন, এবং কালাম নিজেই খোদা ছিলেন।

সেই কালামই মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন। পিতা-খোদার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁহার যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখিয়াছি। তিনি রহমত আর সত্যে পূর্ণ।

২ করিন্থীয় ৪ঃ৬ আয়াত

আমরা এই কথা প্রচার করিতেছি, কারণ যিনি বলিয়াছিলেন, "অন্ধকার হইতে আলো হোক," সেই খোদা-ই আমাদের অন্তরে জ্বলিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মহিমা বুঝিবার নূর প্রকাশ পায়। এই মহিমাই মসীহের মুখমন্ডলে রহিয়াছে।

ইউহোন্না ১ঃ১৮ আয়াত

পিতা-খোদাকে কেহ কখনো দেখে নাই। তাঁহার বুকে-থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই খোদা, তিনিই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্রাণী ১ঃ১,২ আয়াত

অনেক দিন আগে নবীদের মধ্যে দিয়া খোদা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট নানা ভাবে অল্প অল্প করিয়া কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলির শেষে তিনি তাঁহার পুত্রের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট কথা বলিয়াছেন। খোদা তাঁহার পুত্রকে সমস্ত কিছুর অধিকারী হইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। পুত্রের মধ্য দিয়াই তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলেন।

ইউহোন্না ৪ঃ৩৪ক আয়াত

আমি আমার পিতার নিকট যাহা দেখিয়াছি সেই বিষয়েই বলি, আর আপনারা আপনাদের পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই করিয়া থাকেন।

পাক-কালাম রূহের খাদ্য

আইয়ুব ২৩ঃ১২খ আয়াত

আমার যাহা দরকার তাহার চেয়েও বেশী তাহার মুখের কালাম আমি সঞ্চয় করিয়াছি।

মথি ৪ঃ৪খ আয়াত

'মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু খোদার মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।'

পাক-কালাম আমাদের পথের আলো

জবুর ১১৯ঃ১০৫ আয়াত

তোমার কালাম আমার পায়ের নিকটের বাতির মত। তাহা আমার চলিবার পথের আলো।

জবুর ১১৯ঃ১৩০ আয়াত

তোমার কালাম প্রবেশ করিলে আলো দান করে; তাহা সকল লোকদের বুদ্ধি দান করে।

ঈসা মসীহ্ সেই জীবন্ত রুটি যাহা বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিয়াছে

ইউহোন্না ৬ঃ৫১,৪৮ আয়াত

আমিই সেই জীবন্ত রুটি যাহা বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিয়াছে। এই রুটি যে খাইবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাইবে। আমার দেহই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেইজন্য আমি আমার এই দেহ দিব। আমিই জীবন-রুটি।

ঈসা মসীহ্-ই দুনিয়ার নূর

ইউহোন্না ১ঃ৪,৮ঃ১২ আয়াত

তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর। ইহার পরে ঈসা আবার লোকদের বলিলেন, "আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনো অন্ধকারে পা ফেলিবে না, বরং জীবনের নূর পাইবে।"

খোদাতা'লার কালামই জীবনে ফল দান করে

জবুর ১ঃ২,৩ আয়াত

খোদাবন্দের নিয়ম-কানুনেই তাঁহার আনন্দ, আর উহাই তাহার দিন রাতের ধ্যান। সে যেন খালের পারে লাগানো গাছ, যাহা সময়মত ফল দেয় আর যাহার পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া যায় না। সেই লোক সমস্ত কাজেই সফলতা লাভ করে।

ইউহোন্না ১৫ঃ৪,৫ আয়াত

আমার মধ্যে থাক আর আমিও তোমাদের অন্তরে থাকিব। আংগুর-গাছে যুক্ত না থাকিলে যেমন ডাল নিজে নিজে ফল ধরাইতে পারে না, তেমনই আমার মধ্যে না থাকিলে তোমরাও নিজে নিজে ফল ধরাইতে পার না।"

"আমিই আংগুর-গাছ, আর তোমরা তাহার ডালপালা। যদি কেহ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তাহার মধ্যে থাকি, তবে তাহার জীবনে অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করিতে পার না।

পবিত্র ইঞ্জিল ঈসা মসীহের বিষয় সাক্ষ্য দেয়

ইউহোন্না ৫ঃ৩৯,৪৬ আয়াত

আপনারা পাক-কিতাব খুব মনোযোগ দিয়া পড়েন, কারণ আপনারা মনে করেন, তাহা দ্বারা অনন্ত জীবন পাইবেন। কিন্তু সেই কিতাব ত আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, যদি আপনারা মূসার কথায় বিশ্বাস করিতেন তবে আমার কথায়ও বিশ্বাস করিতেন, কারণ মূসা ত আমারই বিষয়ে লিখিয়াছেন।

লূক ২৪ঃ২৭ আয়াত

ইহার পরে তিনি মূসার এবং সমস্ত নবীদের লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে তাঁহার নিজের বিষয়ে যাহা যাহা লেখা আছে, সমস্তই তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিলেন।

জবুর ১১৯ঃ৮৯,১৬০ আয়াত

তোমার কালাম চিরস্থায়ী; বেহেস্তে তাহা স্থির ভাবে আছে। তোমার সমস্ত কালাম সত্য; তোমার ন্যায় পূর্ণ নিয়ম-কানুনের প্রত্যেকটিই চিরস্থায়ী।

ইশায়া ৪০ঃ৮ আয়াত

ঘাস শুকাইয়া যায়, ফুল ঝরিয়া পড়ে কিন্তু আমাদের খোদার কালাম চিরকাল থাকে।

মথি ৫ঃ১৮খ আয়াত

আসমান ও জমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না শরীয়তের সমস্ত কথা সফল হয়, ততদিন সেই শরীয়তের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছিয়া যাইবে না।

ইউহোন্না ১০ঃ৩৫খ আয়াত

খোদার কালাম যাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের ত তিনি খোদার মত বলিয়াছিলেন। পাক-কিতাবের কথা কি বাদ দেওয়া যাইতে পারে?

খোদাতা'লার কালামের পরিবর্তন করিবার অধিকার মানুষের নাই।

দ্বিতীয় বিবরণ ১২ঃ৩২ আয়াত

আমি তোমাদের যে যে বিষয়ে হুকুম দিলাম সেই সমস্ত তোমরা পালন করিবে; ইহার সংগে কিছু যোগও দিবে না, আবার ইহা হইতে কিছু বাদও দিবে না।

হিতোপদেশ ৩০ঃ৬ আয়াত

তাঁহার কালামের সংগে কিছুই যোগ করিও না, যদি কর তবে তিনি তোমাকে বকুনি দিবেন এবং তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবে।

প্রকাশিত কালাম ২২ঃ১৯ক আয়াত

আর এই-কিতাবে-লেখা ভবিষ্যতের কথা হইতে যদি কেহ কিছু বাদ দেয়, তবে খোদাও এই-কিতাবে-লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তাহার জীবন হইতে বাদ দিবেন।

যিনি এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, তিনি বলিতেছেন।

ইউহোন্না ১০ঃ১৭,১৮ক আয়াত

পিতা আমাকে এইজন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দিব, যেন তাহা আবার ফিরাইয়া লইতে পারি। কেহই আমার প্রাণ আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবে না, কিন্তু আমি নিজেই তাহা দিব।

ইউহোন্না ১৯ঃ১১ক আয়াত

ঈসা উত্তর দিলেন, উপর হইতে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হইলে আমার উপর আপনার কোন ক্ষমতাই থাকিত না।

মথি ২৬ঃ৫৩,৫৪ আয়াত

তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকিলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেস্তা পাঠাইয়া দিবেন না? কিন্তু তাহা হইলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হইবে? কিতাবে ত লেখা আছে, এই সমস্ত এইভাবেই ঘটিবে।

প্রেরিত্ ৩ঃ৮ আয়াত

খোদা অনেক দিন আগে সমস্ত নবীর মধ্য দিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মসীহ্কে কষ্টভোগ করিতে হইবে; আর সেই কথা খোদা এইভাবেই পূর্ণ করিলেন।

প্রেরিত্ ২ঃ২৩ আয়াত

খোদা, যিনি আগেই সমস্ত জানেন, তিনি আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, ঈসাকে আপনাদের হাতে দেওয়া হইবে। আর আপনারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাঁহাকে ক্রুশের উপর মারিয়া ফেলিয়া-ছিলেন।

ইশায়া ৫৩ঃ১০ক আয়াত

তবুও তাঁহাকে গুঁড়া করিতে খোদাবন্দের ইচ্ছা ছিল; তিনি তাঁহাকে কষ্টভোগ করাইলেন।

মার্ক ১৫ঃ২৭,২৮ আয়াত

তাহারা দুইজন ডাকাতকেও ঈসার সংগে ক্রুশে দিল, একজনকে ডানদিকে ও অন্যজনকে বামদিকে। তাহাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হইল "তাঁহাকে অন্যায়কারীদের সংগে গণা হইল।"

মথি ২৭ঃ৪৫,৫০-৫১,৫৪ আয়াত

সেইদিন দুপুর বারটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার হইয়া রহিল। ঈসা আবার জোরে চীৎকার করিবার পর প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন এবাদত-খানার পর্দাখানা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল, আর ভূমিকম্প হইল ও বড় বড় পাথর ফাটিয়া গেল।

শত-সেনাপতি ও তাঁহার সংগে যাহারা ঈসাকে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও অন্য সমস্ত ঘটনা দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়া বলিল, "সত্যই উনি খোদার পুত্র ছিলেন।"

ইউহোন্না ১৯ঃ৩২-৩৭ আয়াত

তখন সৈন্যেরা আসিয়া ঈসার সংগে যাহাদের ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের দুইজনের পা ভাংগিয়া দিল। পরে ঈসার নিকটে আসিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে মৃত দেখিয়া তাঁহার পা ভাংগিল না। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁহার পাঁজরে বল্লম দিয়া খোঁচা মারিল, আর তখনই সেই জায়গা হইতে রক্ত আর পানি বাহির হইয়া আসিল। যিনি নিজের চোখে ইহা দেখিয়াছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, আর তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। তিনি জানেন যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, যেন তোমরাও ঈমান আনিতে পার।

এই সমস্ত ঘটিয়াছিল যাহাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়– "তাঁহার একখানা হাড়ও ভাংগা হইবে না।"

আবার পাক-কিতাবের আর একটা কথা এই –

"যাঁহাকে তাহারা বিঁধিয়াছে তাঁহার দিকে তাহারা তাকাইয়া দেখিবে"

প্রেরিত্ ২ঃ২৪,৩২ আয়াত

কিন্তু খোদা মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, কারণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না।

খোদা সেই ঈসাকেই জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, আর আমরা সকলে তাহার সাক্ষী।

ইব্রাণী ২ঃ১৪,১৫ আয়াত

ঈসা নিজেও মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, যাহাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যাহার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যাহারা সারা জীবন গোলামের মত কাটাইয়াছে তাহাদের মুক্ত করেন।

১ করিন্থীয় ১৫ঃ৫৫,৫৭ আয়াত

মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?
মৃত্যু, তোমার হূল কোথায়?
মৃত্যুর হূল পাপ, আর পাপের শক্তিই মূসার শরীয়ত। কিন্তু খোদাকে ধন্যবাদ, আমাদের খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের জয় দান করেন!

প্রকাশিত কালাম ১ঃ১৮ আয়াত

আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চির-জীবন্ত। আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, এখন আমি যুগ যুগ ধরিয়া চিরকাল জীবিত আছি। আমার নিকটে মৃত্যু ও মৃতদের রূহের স্থানের চাবি আছে।

২ তীমথিয় ১ঃ১০ আয়াত

কিন্তু এখন আমাদের উদ্ধারকর্তা মসীহ্ ঈসার এই দুনিয়াতে আসিবার মধ্য দিয়া তিনি সেই রহমত প্রকাশ করিয়াছেন। মসীহ্ মৃত্যুকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং সুখবরের মধ্য দিয়া ধ্বংসহীন জীবনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকাশিত কালাম ৩ঃ২০ আয়াত

দেখ, আমি দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি। কেহ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে যাইব এবং তাহার সংগে খাওয়া-দাওয়া করিব, আর সেও আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করিবে।

রোমীয় ৪ঃ৫ আয়াত

কিন্তু যে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল খোদার উপর ঈমান আনে, খোদা তাহার সেই ঈমানকেই নির্দোষিতা বলিয়া ধরেন, কারণ তিনিই পাপীকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

ইউহোন্না ২০ঃ২২খ; ১৬ঃ২৪খ আয়াত

পাক-রূহ্‌কে গ্রহণ কর। চাও, তোমরা পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

রোমীয় ১৪ঃ৯ আয়াত

সেই কথা এই, যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলিয়া মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে ঈমান আন যে, খোদা তাঁহাকে মৃত্যু হইতে জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তবেই তুমি পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে।

মথি ১০ঃ৩৭ক; ১৬ঃ২৪,২৫ আয়াত

যে কেহ আমার চেয়ে পিতা-মাতাকে বেশী মহব্বত করে, সে আমার উপযুক্ত নয়।

ইহার পরে ঈসা তাঁহার সাহাবীদের বলিলেন, "যদি কেহ আমার পথে আসিতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বহন করিয়া আমার পিছনে আসুক। যে কেহ তাহার নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে তাহার সত্যিকারের জীবন হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার জন্য তাহার জীবন কোরবানী দিতে রাজী থাকে, সে তাহার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করিবে।"

গালাতীয় ৩ঃ২৯ আয়াত

তোমরা যখন মসীহের হইয়াছ তখন ইব্রাহিমের বংশধর ও হইয়াছ। আর খোদা যাহা দিবার প্রতিজ্ঞা ইব্রাহিমের নিকট করিয়াছিলেন, তোমরাও সেই সমস্তের অধিকারী হইয়াছ।

১ ইউহোন্না ৫ঃ১১,১২ আয়াত

সেই সাক্ষ্য এই যে, খোদা আমাদের অনন্ত জীবন দিয়াছেন এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রের মধ্যে আছে খোদার পুত্রকে যে পাইয়াছে সে সেই জীবনও পাইয়াছে; কিন্তু খোদার পুত্রকে যে পায় নাই সে সেই জীবন পায় নাই।

ইফিষীয় ২ঃ৪,৫ আয়াত

কিন্তু খোদা রহমে পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব মহব্বত করেন। এইজন্য, অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা মৃত অবস্থায় ছিলাম, তখন মসীহের সংগে তিনি আমাদের জীবিত করিলেন। খোদার রহমতে তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।

গালাতীয় ২ঃ২০ক আয়াত

আমাকে মসীহের সংগে, ক্রুশের উপর মারিয়া ফেলা হইয়াছে। তাই আমি আর জীবিত নই, মসীহ্ই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। আমার এখনকার যে জীবন, সেই জীবন আমি খোদার পুত্রের উপর ঈমানের মধ্য দিয়া কাটাইতেছি।

রোমীয় ৮ঃ২ আয়াত

জীবনদাতা পাকরূহের শক্তিই মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়া আমাকে পাপ ও মৃত্যুর শক্তি হইতে মুক্ত করিয়াছে।

২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭ আয়াত

যদি কেহ মসীহের সংগে যুক্ত হইয়া থাকে তবে সে নূতন ভাবে সৃষ্টি হইল। তাহার পুরাতন সমস্ত কিছু মুছিয়া গিয়া সমস্ত নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

১ পিতর ১ঃ২৩; ২ঃ২ আয়াত

যে বীজ ধ্বংস হইয়া যায় এমন কোন বীজ হইতে তোমাদের নূতন জন্ম হয় নাই, বরং যে বীজ কখনো ধ্বংস হয় না তাহা হইতেই তোমাদের জন্ম হইয়াছে। এইমাত্র জন্মিয়াছে এমন শিশুর মত তোমাদের রূহের জন্য খাঁটি দুধ পাইতে তোমরা খুব আগ্রহী হও, যেন তাহার দ্বারা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে তোমরা পূর্ণ উদ্ধার পর্যন্ত পৌঁছিতে পার।

জবুর ৬৮ঃ৫ আয়াত

খোদা তাঁহার থাকিবার পবিত্র স্থানে যাহাদের পিতা নাই তিনি তাহাদের পিতা এবং বিধবাদের বিচারকর্তা।

ইশায়া ৬৪ঃ৮; ৬৩ঃ১৬খ আয়াত

তবুও হে খোদাবন্দ্ তুমিই আমাদের পিতা; আমরা মাটি আর তুমি কুমার আমরা সকলে তোমারই হাতে গড়া। হে খোদাবন্দ্, তুমি আমাদের পিতা, আদি হইতে তুমি আমাদের মুক্তিদাতা, ইহাই তোমার নাম।

হোশেয় ১ঃ১০খ

যেখানে তাহাদের বলা হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার লোক নয় সেখানে তাহাদের বলা হইবে, জীবিত খোদার পুত্রেরা।

মথি ৭ঃ১১; ৬ঃ৯ আয়াত

তোমরা খারাপ হইয়াও যদি নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ভাল ভাল জিনিষ দিতে জান, তবে যাহারা তোমাদের বেহেস্তী পিতার নিকট চায়, তিনি যে তাহাদের ভাল ভাল জিনিষ দিবেন, ইহা কত না নিশ্চয়! এইজন্য তোমরা এইভাবে মুনাজাত করিও–

'আমাদের বেহেস্তী পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক।'

২ করিন্থীয় ৬ঃ১৭খ,১৮ আয়াত

কোন হারাম জিনিষ ছুঁইও না, তাহা হইলে আমি তোমাদের গ্রহণ করিব। সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন– আমি তোমাদের পিতা হইব আর তোমরা আমার ছেলেমেয়ে হইবে।

রোমীয় ৮ঃ১৪ আয়াত

কারণ যাহারা খোদার রূহের পরিচালনায় চলে তাহারাই খোদার পুত্র।

ইউহোন্না ১৪ঃ৬,৭,২৩খ আয়াত

ঈসা থোমাকে বলিলেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়া না গেলে কেহই পিতার নিকট যাইতে পারে না। তোমরা যদি আমাকে জানিতে তবে আমার পিতাকেও জানিতে। এখন তোমরা তাঁহাকে জানিয়াছ আর তাঁহাকে দেখিতেও পাইয়াছ।" আমার পিতা তাহাকে মহব্বত করিবেন এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব আর তাহার সংগে বাস করিব।

গালাতীয় ৪ঃ৪-৭; ৩ঃ২৬ আয়াত

কিন্তু সময় পূর্ণ হইলে পর খোদা তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শরীয়তের অধীনে জীবন কাটাইলেন, যেন শরীয়তের অধীনে-থাকা লোকদের তিনি মুক্ত করিতে পারেন, আর যেন খোদার পুত্রদের যে অধিকার আছে তাহা আমরা পাই। তোমরা পুত্র বলিয়াই খোদা তাঁহার পুত্রের রূহ্‌কে তোমাদের অন্তরে থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই রূহ্ খোদাকে "আব্বা, পিতা," বলিয়া ডাকেন। ফলে তোমরা আর গোলাম নও বরং পুত্র। যদি তোমরা পুত্রই হইয়া থাক, তবে খোদা যাহা দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা তাহার অধিকারী।

মসীহ্ ঈসার উপর ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া তোমরা সকলে খোদার পুত্র হইয়াছ।

ইউহোন্না ১ঃ১২ আয়াত

তবে যতজন তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি খোদার সন্তান হইবার অধিকার দিলেন।

১ ইউহোন্না ২ঃ১খ আয়াত

তবে যদি কেহ পাপ করিয়াই ফেলে, তাহা হইলে পিতার নিকটে আমাদের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার জন্য একজন আছেন; তিনি ঈসা মসীহ্, যিনি নির্দোষ।

ইফিষীয় ২ঃ১৮ আয়াত

তাঁহারই মধ্য দিয়া একই পাক-রূহের দ্বারা পিতার নিকটে যাইবার অধিকার আমাদের সকলের আছে।

১ ইউহোন্না ৪ঃ৮; ১৬খ আয়াত

যাহাদের অন্তরে মহব্বত নাই তাহারা খোদাকে জানে না, কারণ খোদা নিজেই মহব্বত।

আর তাঁহার মহব্বতের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে।

ইফিষীয় ৪ঃ৩২ আয়াত

তোমরা একজন অন্যজনের প্রতি দয়ালু হও; অন্যজনের দুঃখে দুঃখী হও; আর খোদা যেমন মসীহের মধ্য দিয়া তোমাদের ক্ষমা করিয়াছেন, তেমনই তোমরাও একজন অন্যজনকে ক্ষমা কর।

ইউহোন্না ১৩ঃ৩৫ আয়াত

যদি তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত কর, তবে সকলে বুঝিতে পারিবে, তোমরা আমার উম্মত।

গালাতীয় ৫ঃ২২ক আয়াত

কিন্তু পাক-রূহের ফল এই – মহব্বত, আনন্দ, শান্তি ।

হবকুক ৩ঃ১৮ক আয়াত

তবুও আমি খোদাবন্দ্কে লইয়া আনন্দ করিব, আমার উদ্ধারকর্তা খোদাকে লইয়া আনন্দিত হইব।

জবুর ১৬ঃ১১ আয়াত

জীবনের পথ তুমি আমাকে জানাইয়াছ; তোমার নিকটে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ, আর তোমার ডানপাশে রহিয়াছে চিরকালের সুখ।

রোমীয় ৫ঃ১ আয়াত

ঈমান আনিবার মধ্য দিয়াই আমাদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে আর তাহার ফলেই খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া খোদা ও আমাদের মধ্যে শান্তি হইয়াছে।

ইউহোন্না ১৪ঃ২৭ আয়াত

আমি তোমাদের জন্য শান্তি রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিতেছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।

রোমীয় ৮ঃ১১ আয়াত

যিনি ঈসাকে মৃত্যু হইতে জীবিত করিয়াছেন সেই খোদার রূহ্ যদি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে খোদা তাঁহার সেই রূহের দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবন দান করিবেন।

১ করিন্থীয় ৬ঃ১৪ আয়াত

খোদা তাঁহার শক্তি দ্বারা প্রভুকে মৃত্যু হইতে জীবিত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদেরও জীবিত করিবেন।

ইউহোন্না ৬ঃ৪০ আয়াত

আমার পিতার ইচ্ছা এই – পুত্রকে যে দেখে আর তাঁহার উপর ঈমান আনে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়। আর আমিই তাহাকে শেষ দিনে জীবিত করিয়া তুলিব।

ইউহোন্না ১৪ঃ১৯খ আয়াত

আমি জীবিত আছি বলিয়া তোমরাও জীবিত থাকিবে।

ইউহোন্না ১১ঃ২৫,২৬ক আয়াত

ঈসা মার্থাকে বলিলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে, সে মরিলেও জীবিত হইবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে, সে কখনো মরিবে না।"

১ করিন্থীয় ১৫ঃ২১-২৩ আয়াত

একজন মানুষের মধ্য দিয়া মৃত্যু আসিয়াছে বলিয়া মৃত্যু হইতে জীবিত হইয়া উঠাও একজন মানুষেরই মধ্য দিয়া আসিয়াছে। আদমের সংগে যুক্ত আছে বলিয়া যেমন সমস্ত মানুষই মরিয়া যায়, তেমনই মসীহের সংগে যাহারা যুক্ত আছে তাহাদের সকলকে জীবিত করা হইবে; তবে তাহার মধ্যে পালা রহিয়াছে–প্রথম ফলের মত প্রথমে মসীহ্, তারপর যাহারা মসীহের নিজের। মসীহের আসিবার সময়ে তাহাদের জীবিত করা হইবে।

ইব্রাণী ১০:২৮,২৯ আয়াত

কেহ মূসার শরীয়ত অস্বীকার করিলে কোন রহম না পাইয়াই দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ফলে তাহাকে মরিতে হয়। তাহা হইলে খোদার পুত্রকে যে ঘৃণা করিয়াছে, যে রক্তে সে পাক-পবিত্র হইয়াছে খোদার সেই ব্যবস্থার রক্ত যে অপবিত্র মনে করিয়াছে এবং যিনি রহমত করেন সেই পাক-রূহ্‌কে যে অপমান করিয়াছে, ভাবিয়া দেখ, সে আরও কত বেশী আজাবের যোগ্য!

ইউহোন্না ১২:৪৮ আয়াত

যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার কথা না শুনে, তাহার জন্য বিচারকর্তা আছে। যে কথা আমি বলিয়াছি সেই কথাই শেষ দিনে তাহাকে দোষী বলিয়া প্রমাণ করিব।

ইউহোন্না ৮:২৪ আয়াত

তাই আমি আপনাদের বলিয়াছি, আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যেই মরিবেন। যদি আপনারা ঈমান না আনেন যে, আমিই তিনি, তবে আপনাদের পাপের মধ্যেই আপনারা মরিবেন।

লূক ১২:৪,৫ আয়াত

বন্‌ধুরা আমার, আমি তোমাদের বলিতেছি, যাহারা দেহ ধ্বংস করিবার পরে আর কিছুই করিতে পারে না, তাহাদের ভয় করিও না। কাহাকে ভয় করিবে, আমি তোমাদের তাহা বলিয়া দিতেছি। তোমাদের মারিয়া ফেলিবার পরে দোজখে ফেলিয়া দিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তাঁহাকেই ভয় করিও। হাঁ, আমি তোমাদের বলিতেছি, তাঁহাকেই ভয় করিও।

ইব্রাণী ২:৩ক আয়াত

তাহা হইলে পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য খোদা এই যে মহান ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা অবহেলা করি, তবে কেমন করিয়া আমরা রেহাই পাইব?

প্রেরিত্ ১৭:৩১ আয়াত

কারণ তিনি এমন একটি দিন ঠিক করিয়াছেন, যে দিনে তাঁহার নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায্য ভাবে মানুষের বিচার করিবেন। তিনি সেই লোককে মৃত্যু হইতে জীবিত করিয়া তুলিয়া সমস্ত মানুষের নিকট ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।

ইউহোন্না ৫:২২,২৩ক আয়াত

পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়াছেন, যেন পিতাকে যেমন সকলে সম্মান করে তেমনই পুত্রকেও সম্মান করে।

২ করিন্থীয় ৫:১০ আয়াত

ইহার কারণ, মসীহের বিচার-আসনের সামনে আমাদের সকলের সমস্ত কিছু প্রকাশ করা হইবে, যেন আমরা প্রত্যেকে এই দেহে থাকিতে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা ভাল হোক বা খারাপ হোক, সেই হিসাবে তাহার পাওনা পাই।

রোমীয় ২:১৬ক আয়াত

খোদা যেদিন ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া মানুষের গোপন সমস্ত কিছুর বিচার করিবেন, সেই দিনই তাহা প্রকাশ পাইবে।

২ থিষলনীকীয় ১:৭খ,৮ আয়াত

যখন খোদাবন্দ্ ঈসা তাঁহার শক্তিশালী ফেরেস্তাদের লইয়া জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বেহেস্ত হইতে প্রকাশিত হইবেন, তখনই এই সমস্ত হইবে। যাহারা খোদাকে জানে না আর যাহারা খোদাবন্দ্ ঈসার বিষয়ে সুখবরের কথা মানিয়া চলে না তাহাদের উপর তখন তাঁহার গজব নামিয়া আসিবে।

লূক ১৯:২৭ আয়াত

আমার শত্রুরা যাহারা চায় নাই আমি রাজা হই, তাহাদের এখানে লইয়া আস এবং আমার সামনে মারিয়া ফেল।

যাহারা মুখে ঈসাকে স্বীকার করে তাহারা প্রত্যেকেই তাঁহার নয়

তীত ১ঃ১৬ক আয়াত

মুখে তাহারা বলে, তাহারা খোদাকে জানে কিন্তু তাহাদের কাজ দ্বারা তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করে।

রোমীয় ৪ঃ৯খ আয়াত

যাহার অন্তরে মসীহের রূহ্ নাই, সে মসীহের নয়।

যিহিষ্কেল ৩৩ঃ৩১খ আয়াত

তাহারা মুখে ভক্তির কথা বলে কিন্তু তাহাদের অন্তর অন্যায় লাভের জন্য লোভ করে।

মথি ১৫ঃ৮ আয়াত

এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর আমার নিকট হইতে দূরে থাকে।

মথি ৭ঃ২১-২৩ আয়াত

যাহারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাহারা প্রত্যেকে যে বেহেস্তী রাজ্যে ঢুকিতে পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু আমার বেহেস্তী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই ঢুকিতে পারিবে। সেইদিন অনেকে আমাকে বলিবে, 'প্রভু, প্রভু, তোমার নামে আমরা কি ভবিষ্যতের কথা বলি নাই? তোমার নামে কি ভূত ছাড়াই নাই? তোমার নামে কি অনেক আশ্চর্য কাজ করি নাই?' তখন আমি তাহাদের বলিব, 'আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হও।'

১ ইউহোন্না ২ঃ৩ আয়াত

যদি আমরা তাঁহার সমস্ত হুকুম পালন করিয়া চলি, তবে আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝি যে, আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছি।

যিহিষ্কেল ৩৬ঃ২৭

আমি আমার রূহ্ তোমাদের অন্তরে রাখিব ও তোমাদের ফিরাইয়া আনিয়া আমার পথে চালাইব। তোমরা সতর্ক হইয়া আমার নিয়ম পালন করিবে।

ইব্রাণী ৫ঃ৯ আয়াত

এইভাবে যখন তিনি পূর্ণতা পাইলেন, তখন তাঁহার বাধ্য সকলের জন্য তিনি অনন্ত উদ্ধারের পথ হইলেন।

রোমীয় ৬ঃ১৮ আয়াত

আর পাপের হাত হইতে রেহাই পাইয়া তোমরা ন্যায়ের গোলাম হইয়াছ।

ইফিষীয় ২ঃ১০ আয়াত

আমরা খোদার হাতের তৈরী। খোদা মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত করিয়া আমাদের নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন আমরা তাহা করিয়া জীবন কাটাই।

রোমীয় ৮ঃ১০,১৩ আয়াত

কিন্তু মসীহ্ যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের দরুন তোমাদের দেহের উপর মৃত্যু কাজ করিতে থাকিলেও তোমাদের রূহ্ জীবিত কারণ খোদা তোমাদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি তোমরা পাপ-স্বভাবের অধীনে চল, তবে তোমরা চিরকালের জন্য মরিবে। কিন্তু যদি পাক-রূহের দ্বারা দেহের সমস্ত অন্যায় কাজ ধ্বংস করিয়া ফেল, তবে চিরকাল জীবিত থাকিবে।

২ তীমথিয় ২ঃ১৯খ আয়াত

যে কেহ মসীহ্কে প্রভু বলিয়া ডাকে, সে সমস্ত পাপ হইতে দূরে যাক।

ইউহোন্না ১৫ঃ১৮,১৯ আয়াত

দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু মনে রাখিও, তাহার আগে দুনিয়া আমাকেই ঘৃণা করিয়াছে। যদি তোমরা এই দুনিয়ার হইতে, তবে দুনিয়া তাহার নিজের বলিয়া তোমাদের ভালবাসিত। কিন্তু তোমরা এই দুনিয়ার নও, বরং আমি তোমাদের দুনিয়ার মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়াছি বলিয়া দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে।

ইউহোন্না ১৬ঃ২খ, ৩ আয়াত

আর এমন সময় আসিতেছে যখন তোমাদের যাহারা মারিয়া ফেলিবে তাহারা মনে করিবে যে, তাহারা খোদার সেবাই করিতেছে। তাহারা এই সমস্ত করিবে, কারণ তাহারা পিতাকেও জানে নাই, আমাকেও জানে নাই।

১ ইউহোন্না ৩ঃ১ আয়াত

দেখ, পিতা-খোদা আমাদের কত মহব্বত করেন! তিনি আমাদের তাঁহার সন্তান বলিয়া ডাকেন; আর আসলে আমরা তাহাই। এইজন্য, দুনিয়া আমাদের জানে না, কারণ দুনিয়া খোদাকেও জানে নাই।

প্রেরিত্ ১৪ঃ২২খ আয়াত

অনেক দুঃখকষ্ট পার হইয়া তবে খোদার রাজ্যে আমাদের ঢুকিতে হইবে।

২ তীমথিয় ৩ঃ১২ আয়াত

আসলে, যাহারা মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হইয়া খোদার প্রতি ভক্তিপূর্ণ জীবন কাটাইতে চায়, তাহারা কষ্টভোগ করিবেই।

ইউহোন্না ১৬ঃ৩৩খ আয়াত

এই দুনিয়াতে তোমরা কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু সাহস হারাইও না; আমিই দুনিয়াকে জয় করিয়াছি।

১ পিতর ৫ঃ৭ আয়াত

তোমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন।

ইশায়া ৪১ঃ১০ আয়াত

ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সংগে সংগে আছি; ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে শক্তি দিব ও তোমাকে সাহায্য করিব; আমার সততার ডান হাত দিয়া আমি তোমাকে তুলিয়া ধরিব।

জবুর ২৭ঃ১০ আয়াত

আমার পিতা-মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু খোদাবন্দ্ আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্রাণী ১৩ঃ৬ আয়াত

এইজন্য, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি– "প্রভু আমার সাহায্যকারী, আমি ভয় করিব না; মানুষ আমার কি করিতে পারে?"

১ পিতর ৪ঃ১৪ক আয়াত

মসীহের জন্য যদি তোমরা অপমানিত হও তবে তোমরা ধন্য, কারণ খোদার মহিমাপূর্ণ রূহ্ তোমাদের উপর আছেন।

জবুর ৯১ঃ১১; ২৩ঃ৪ক আয়াত

কারণ তিনি তোমার বিষয়ে তাঁহার ফেরেস্তাগনকে নির্দেশ দিবেন যেন তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।

মৃত্যুর মত অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হইতে হইলেও আমি বিপদের ভয় করিব না; কারণ তুমিই আছ আমার সংগে।

ফিলিপীয় ৪ঃ১৩,১৯ আয়াত

যিনি আমাকে শক্তি দান করেন, তাঁহার মধ্য দিয়াই আমি সমস্ত কিছু করিতে পারি।

আমার খোদা তাঁহার গৌরবময় অশেষ ধন অনুসারে মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়া তোমাদের সমস্ত অভাব পূরণ করিবেন।

১ করিন্থীয় ১০ঃ১৩ আয়াত

মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহা ছাড়া আর অন্য কোন পরীক্ষা ত তোমাদের উপর হয় নাই। খোদা বিশ্বাসযোগ্য; সহ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষা তিনি তোমাদের উপর হইতে দিবেন না,বরং পরীক্ষার সংগে সংগে তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার একটা পথও তিনি করিয়া দিবেন, যেন তোমরা তাহা সহ্য করিতে পার।

ইব্রাণী ৪ঃ১৬আয়াত

সেইজন্য আস, আমরা সাহস করিয়া খোদার রহমতের সিংহাসনের সামনে আগাইয়া যাই, যেন সেই জায়গা হইতে আমরা রহম পাই এবং দরকারের সময়ে আমাদের সাহায্যের জন্য রহমত পাই।

১ ইউহোন্না ১ঃ৭ আয়াত

কিন্তু খোদা যেমন নূরে আছেন আমরাও যদি তেমনই নূরে চলি, তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ-সম্বন্ধ থাকে এবং তাঁহার পুত্র ঈসার রক্ত সমস্ত পাপ হইতে আমাদের পাক-পবিত্র করে।

২ তীমথিয় ২ঃ২২ আয়াত

যৌবনের খারাপ কামনা-বাসনা হইতে তুমি পালাও এবং যাহারা খাঁটি অন্তরে প্রভুকে ডাকে, তাহাদের সংগে সৎ জীবন, বিশ্বাস, মহব্বত ও শান্তির জন্য আগ্রহী হও।

রোমীয় ৬ঃ১১ আয়াত

কেবল তাহাই নয়, যাঁহার দ্বারা খোদার সংগে আমাদের মিলন হইয়াছে সেই খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া খোদাকে লইয়া আমরা আনন্দও বোধ করিতেছি।

ইয়াকুব ৪ঃ৭ আয়াত

এইজন্য, খোদার অধীনে থাক। শয়তানকে রুখিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে সে তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে।

জবুর ১১৯ঃ১১ আয়াত

তোমার কালাম আমার অন্তরে আমি জমা করিয়া রাখিয়াছি যাহাতে আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।

জবুর ২৭ঃ৮ আয়াত

তুমি আমার অন্তরের মধ্যে বলিয়াছ "আমাকে দেখিবার চেষ্টা কর।" হে খোদাবন্দ্ আমি তোমাকেই দেখিবার চেষ্টা করিব।

জবুর ৬২ঃ৮ আয়াত

ওহে লোক সকল তোমরা সকল সময় তাঁহার উপর নির্ভর কর; তাঁহারই নিকটে তোমাদের মনের কথা ঢালিয়া দাও; কারণ খোদা-ই আমাদের আশ্রয়।

আরমিয়া ১৭ঃ১৪ আয়াত

হে খোদাবন্দ্ আমাকে সুস্থ কর, তাহাতে আমি সুস্থ হইব, আমাকে উদ্ধার কর তাহতে আমি উদ্ধার পাইব, কারণ আমি তোমারই গৌরব করি।

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৭,১৮ আয়াত

সব সময় আনন্দিত থাকিও সব সময় মুনাজাত করিও, আর সকল অবস্থার মধ্যে খোদাকে ধন্যবাদ দিও, কারণ মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়া তোমাদের জন্য তাহাই খোদার ইচ্ছা।

ইয়াকূব ১ঃ৫ আয়াত

তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও জ্ঞানের অভাব থাকে তবে সে যেন খোদার নিকট তাহা চায়, আর খোদা তাহাকে তাহা দিবেন, কারণ তিনি বিরক্ত না হইয়া প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে দান করেন।

ইউহোন্না ১৫ঃ৭ আয়াত

যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলি তোমাদের অন্তরে থাকে তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই চাহিও; তোমাদের জন্য তাহা করা হইবে।

জবুর ৬৬ঃ১৮; ২৫ঃ১১

আমার অন্তরে যদি আমি পাপ পুষিয়া রাখিতাম; তাহা হইলে খোদাবন্দ্ আমার কথা শুনিতেন না।

হে খোদাবন্দ্ তোমার নামের জন্যই আমার পাপ, আমার ভীষন পাপ ক্ষমা কর।

১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬,১৭ আয়াত

প্রভু নিজেই খুব জোর গলায় হুকুম দিয়া প্রধান ফেরেস্তার ডাক ও খোদার তূরীর ডাকের সংগে বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিবেন। মসীহের সংগে যুক্ত হইয়া যাহারা মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহারাই প্রথমে জীবিত হইয়া উঠিবে। তাহার পরে আমরা যাহারা জীবিত ও বাকী থাকিব, আমাদেরও আসমানে প্রভুর সংগে মিলিত হইবার জন্য তাহাদের সংগে মেঘের মধ্যে তুলিয়া লওয়া হইবে। আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সংগে থাকিব।

২ করিন্থীয় ৭ঃ১ আয়াত

প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের জন্য এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা আছে বলিয়া আস, আমরা দেহ ও অন্তরের সমস্ত অপবিত্রতা হইতে নিজেদের পাক-পবিত্র করি এবং খোদার প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ে পরিপূর্ণ পবিত্রতার পথে আগাইয়া চলি।

১ ইউহোন্না ২ঃ২৮ আয়াত

সন্তানেরা, তাই বলিতেছি, তোমরা মসীহের মধ্যেই থাক যাহাতে তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমাদের সাহস থাকে এবং তিনি যখন আসিবেন তখন তাঁহার সামনে লজ্জায় আমাদের মুখ লুকাইতে না হয়।

ইয়াকুব ৫ঃ৮,৯ আয়াত

তোমরাও তেমন ভাবে ধৈর্য ধর আর অন্তর স্থির রাখ, কারণ প্রভু শীঘ্রই আসিতেছেন। ভাইয়েরা, খোদা যেন তোমাদের দোষ না ধরেন, এইজন্য তোমরা একজন অন্যজনকে দোষ দিও না। দেখ, বিচারকর্তা দরজার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন।

লূক ১২ঃ৪০ আয়াত

সেইভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে সময়ের কথা তোমরা চিন্তাও করিবে না, সেই সময়েই মনুষ্যপুত্র আসিবেন।

পাক রূহে পূর্ণ হও

হিতোপদেশ ১ঃ২৩ আয়াত

যদি তোমরা আমার বকুনিতে সাড়া দিতে তবে আমার অন্তর আমি তোমাদের কাছে ঢালিয়া দিতাম এবং আমার চিন্তা তোমাদের জানাইতাম।

প্রেরিত্ ২ঃ৩৮খ আয়াত

আপনারা প্রত্যেকে পাপের ক্ষমা পাইবার জন্য পাপ হইতে মন ফিরান এবং ঈসা মসীহের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুণ। আপনারা দান হিসাবে পাক-রূহ্‌কে পাইবেন।

ইফিষীয় ৫ঃ১৮-২১ আয়াত

মাতাল হইও না, তাহাতে চরিত্র নষ্ট হয়। তাহার চেয়ে বরং পাক-রূহে পূর্ণ হইতে থাক, আর জবুরের গান, প্রশংসা ও আধ্যাত্মিক গানের মধ্য দিয়া তোমরা একজন অন্যজনের সংগে কথা বল; তোমাদের অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর। সব সময় সমস্ত কিছুর জন্য আমাদের খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের নামে পিতা-খোদাকে ধন্যবাদ দাও। মসীহের প্রতি ভক্তির দরুন তোমরা একজন অন্যজনকে মানিয়া লইবার মনোভাব লইয়া চল।

ফিলিপীয় ২ঃ১৩ আয়াত

খোদা তোমাদের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করিতেছেন যাহার ফলে তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সেইরকম কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তোমাদের হয়।

১ করিন্থীয় ৩ঃ১৬ আয়াত

তোমরা কি জান না যে, তোমরা খোদার থাকিবার ঘর আর খোদার রূহ্ তোমাদের অন্তরে বাস করেন?

১ করিন্থীয় ৬ঃ২০ আয়াত

তোমরা তোমাদের নিজেদের নও; অনেক দাম দিয়া তোমাদের কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই খোদার গৌরবের জন্য তোমাদের দেহ ব্যবহার কর।

আপনি যদি এ বিষয়ে আরো জানতে চান তবে নীচের ঠিকানায় লিখুন